মহাকবি সা'দী

কাজী নওয়াজ খোদা

প্রকাশক—

মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ

মোহাম্মদী বুক এজেন্সী

৯১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

মোহাম্মদ খায়রুল আমান খাঁ কর্ত্তৃক

মোহাম্মদী প্রেস

৯১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

ঠিকানা হইতে মুদ্রিত।

মহাকবি হজরত শেখ সা'দীর অমূল্য জীবনী দুনয়ার সকল সভ্য ভাষায় বহুদিন হইতে রচিত ও প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তিন কোটি মুছলমানের বাসস্থান এই বাঙ্গলা দেশে আজ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। এই অভাব সমক্যভাবে পূরণ করার জন্য এই ক্ষুদ্র জীবনী-খানি প্রকাশ করা হইল।

এই জীবনী রচনায় Lucy Gray প্রণীত Rose Garden of Persia, E. G. Brown কৃত Literary History of Persia, দাওলৎ শাহ প্রণীত 'بهارستـــان جامی و تذکرة لشعراء' ও مشاهیر اسلام 'خزانه عامره' আলতাফ হোছেন হালী প্রণীত حیات سعدی, মওলানা গোলাম কিব্‌রিয়া প্রণীত প্রাচীন হস্ত লিখিত 'احوال الشعراء' এবং কবির নিজের বর্ণনা হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। এ-জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

বিনীত—লেখক

মহাকবি সা'দী

কবির প্রকৃত নাম শরফুদ্দীন,* তিনি 'মোসলেহ্' (সংস্কারক) উপাধি পাইয়াছিলেন। সাহিত্য-জগতে তাঁহার নাম সা'দী বলিয়াই বিখ্যাত। তাঁহার রচিত কবিতা সমূহে এই সা'দী নামই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অধ্যাপক E. G. Browne তাঁহার Literary History of Persia গ্রন্থে (৫২৮ পৃঃ) কবির নাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—The poet's full name appears, from the oldest known manuscript of his works (No. 876 of the India *office*, transcribed in A. D. *1328 only thirty* seven years after his death) *to have* been, not as generally stated Muslihu'd-

জন্ম, বংশ-বৃত্তান্ত ও শৈশব অবস্থা

Din, But Musharrifu'd-Din, Muslihu'd-Din "Abdu'lla" ব্রাউন সাহেবের উল্লিখিত 'মোশার্‌রফুদ্দীন' নামের উল্লেখ ফরাসী লেখকদের কোন কেতাবেই পাওয়া যায় না, তাঁহাদের সকলেই একবাক্যে 'শারফুদ্দীন' নামই লিখিয়াছেন। কবির সমসাময়িক লেখক, তাঁহার كليات এর সংগ্রাহক আলী এবনে আহ্‌মদও তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ شرف الدين এর 'শিন' অক্ষরের প্রথমে কালি পড়িয়াই হউক, অথবা দেখার ভুলেই হউক, manuscript of his works এর লেখক 'শিনের' প্রথমে একটী 'মিম' আছে বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ ভ্রমে পতিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে কবির 'মোসলেহ্' উপাধিটী লইয়া তাঁহার পিতার নামের প্রথমে জুড়িয়া দেওয়ার মূলেও কোন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত নাই।

পারস্যরাজ সা'দের রাজত্বকালে তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার পিতাও রাজ-সংসারে কাজ করিতেন। এই সকল কারণে নিজ নামের সহিত রাজার নামকেও চিরদিন যশোমণ্ডিত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি 'সা'দী' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কবি এক স্থানে লিখিয়াছেন—

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

مرده آنست که نامش بنکوئی نبرند

অর্থাৎ হে সা'দী, দেশের ও দশের নিকট যাহার সুনাম প্রচারিত মরজগতে চিরদিন সে অমর হইয়া থাকিবে। আর লোকে যাহার সুনাম না করে, সেই-ই প্রকৃত মৃত।

কবির জন্মের সন লইয়া ঐতিহাসিক সমাজের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। একদল বলেন, কবি ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের মতে কবির জন্ম ৫৭১ হিজরী সনে। আর যাঁহারা কবির জীবনকাল ১০২ বৎসর স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন ৫৮৯ হিজরীতে কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য লেখক Sir, Ousley শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী। আমরা কিন্তু এই মতের সমর্থন করিতে পারিতেছি না। কবির প্রসিদ্ধ শিক্ষাগুরু এমাম আবুল ফারাহ্ এব্‌নে জৌজি, সকলের স্বীকৃত মতে ৫৯৭ হিজরীতে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় কবির জীবনকাল ১০২ বৎসর স্থির করিয়া ৫৮৯ হিজরী সনে তাঁহার জন্ম ধরিলে শিক্ষকের মৃত্যুর সময় ছাত্রের বয়স মাত্র ৯ বৎসর হয়। ইহা ঐতিহাসিক সত্যের ও কবির

নিজের বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সব কারণে অনেকে তাঁহার বয়ঃক্রম ১২০ বৎসর ধরিয়া ৫৭১ হিজরীতে কবির জন্ম স্থির করিয়াছেন। আবার আর এক মতে কবি ১১০ বৎসর জীবিত ছিলেন। *

পারস্যরাজ মোজাফ্ফরুদ্দীনের রাজত্বকালে শিরাজ নগরে একটী সম্ভ্রান্ত বংশে সা'দী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম "আবদুল্লাহ্ শিরাজী"। তিনি একজন ধর্ম্মপ্রাণ 'পরহেজগার' লোক ছিলেন। পিতা অতি অল্প বয়স হইতেই প্রিয় পুত্রকে নামাজ, রোজা প্রভৃতির নিয়মাবলী শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই ধর্ম্মের বিধিনিষেধ আদি পালনে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দেখা যাইত। কবির জন্মের অল্প দিন পর সম্রাট সা'দ মোজাফ্ফরুদ্দীনের পরিত্যক্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতি শৈশব অবস্থা হইতেই পিতা তাঁহাকে সর্ব্বদা স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিতেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বাধীন ভাবে ছাড়িয়া দিতেন না, কোথাও যাইতে হইলে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তাঁহার প্রত্যেক কাজ কর্ম্ম এমন কি প্রত্যেক কথাবার্ত্তার প্রতিও তিনি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য

* লাহোর, নওলকিশোর প্রেসে মুদ্রিত, আলতাফ্ হোসেন হালী প্রণীত হায়াতে সা'দী—১০ পৃষ্ঠা।

রাখিতেন। বাল-সুলভ চপলতা বশতঃ তাঁহার মুখ হইতে সামান্য একটী অসঙ্গত কথা বাহির হইলে পিতা তখনই তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেন, সময় সময় বিশেষ ভাবে ভৎর্সনাও করিতেন। একবার সা'দী পিতার সহিত স্থানান্তরে নিশাযাপন করিতেছিলেন, সেখানে আরও অনেক লোকজন ছিল। রাত্রির শেষভাগে নামাজ পড়িবার জন্য পিতা পুত্রকে উঠাইলেন, তাঁহারা দুইজনেই নামাজে মশগুল হইলেন। অন্যান্য সকলে তখন সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম উপভোগ করিতেছিল। সা'দী পিতার নিকট ঐ সকল লোকের নামাজ না-পড়ার কথা উত্থাপন করিলে, পিতা বিরক্তির সহিত বলিলেন, এরূপ পরচর্চ্চার পরিবর্ত্তে তুমি নামাজ না পড়িয়া ঘুমাইয়া থাকিলেই ভাল করিতে।

কবি, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রদত্ত বাল্য শিক্ষা-কেই তাঁহার মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তির মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

نه دانی که سعدی مکان از چه یافت
نه هامون نوشت و نه دریا شگافت

بخردی بخورد از بزرگان قفا
خدا دادش اندر بزرگی صفا

অর্থাৎ "জনসমাজে সা'দীর প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রকৃত কারণ তোমরা জান না। সে ইহার জন্য স্থলপথে ও জলপথে দেশবিদেশে ঘুরিয়া বেড়ায় নাই, সে বাল্য জীবনে গুরুজনের শাসন ও তাড়না পাইয়াছে, তাই খোদা তাহাকে এইরূপ মর্য্যাদা দিয়াছেন।" বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি সকল বিষয়ের অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই কবির পিতৃ-বিয়োগ হয়। পিতার মৃত্যুর পর কিছুদিন তিনি জননীর শিক্ষাধীনে ছিলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক শিরাজের অধিবাসী বিখ্যাত আলেম কোতবদ্দীন শিরাজী (মোছাব্বেক তুর্কীর ছাত্র) কে সা'দীর মাতুল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য এক সম্প্রদায় উভয়ের বন্ধুজনোচিত ভাবের হাস্য-পরিহাসের কথা তুলিয়া তাঁহাদের এই সম্পর্ক অস্বীকার করিয়াছেন। তবে তাঁহারা যে এক সময়ের লোক ও পরস্পর আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত

পিতার মৃত্যুর পর জ্ঞান-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই কবি শিক্ষা-লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। সে সময় দেশে অসংখ্য আলেম বর্ত্তমান ছিলেন। মাদ্রাসা সমূহে নানা শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত। রাজধানী শিরাজ নগরেও অনেকগুলি সরকারী মাদ্রাসা ছিল,

শিক্ষালাভ

উপযুক্ত শিক্ষকগণ শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মহাত্মা আজহুদ্দৌলার প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত 'আজ-দিইয়া' মাদ্রাসা তখনও সকল মাদ্রাসার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও শিরাজ নগরীর আভ্যন্তরীন অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সা'দ যে একজন ধর্ম্মপ্রাণ, প্রকৃতিপুঞ্জের হিতাকাঙ্ক্ষী রাজা ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার অসমসাহস ও দুর্দ্দমনীয় বীরত্বাভিমান বশতঃ তিনি সর্ব্বদা রাজধানী ছাড়িয়া এরাক অঞ্চলে যুদ্ধ-বিগ্রহে রত থাকিতেন। এদিকে রাজধানী শিরাজ নগরী দস্যু তস্কর ও বহিঃশত্রুদিগের লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। হিজরী সপ্তম শতাব্দীর প্রথমেই আতাবক য়ুজবেক, তৎপর সোলতান গেয়াসুদ্দীন ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিয়া শিরাজ নগরীকে শ্মশানে পরিণত করেন। এই সময়ে অধিবাসীগণের যাবতীয় ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয় এবং রাজপথ দিয়া নরশোণিতের স্রোত প্রবাহিত হইয়া যায়। চতুর্দ্দিকে অশান্তি ও বিপ্লবের প্রবল ঝঞ্ঝা বহিতে থাকে। এরূপ অবস্থায় গৃহে অবস্থান করিয়া শান্তির সহিত শিক্ষালাভ করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া কবি জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া বাগ্‌দাদ অভিমুখে যাত্রা করিতে স্থিরসঙ্কল্প হন। কবি লিখিয়াছেন—

دلم از صحبت شیراز بکلی بگرفت

وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم

سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است صحیح

نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم

"শিরাজের সংশ্রব আমার মনে কষ্ট প্রদান করিতেছে, এ সময় বাগ্দাদের সংবাদ আমাকে জিজ্ঞাসা কর। হে সা'দী, যদিও জন্মভূমির মায়ার কথা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া মৃত্যুকেও তো বরণ করিতে পারা যায় না।

সে সময় মোছলেম-জগতের সর্ব্বত্র অসংখ্য মাদ্রাসা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান ছিল। সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী দূর-দূরান্তর হইতে আসিয়া এই সকল মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করিতেন। হিরাট, নিশাপুর (নাইসাপুর), ইস্পাহান, বসোরা, বাগ্দাদ, দামাস্কাস, সিরিয়া, কাহেরা, মুসল, এরাক, মিসর প্রভৃতি স্থান সমূহে অবস্থিত নাসেরিয়া, রওয়াহিয়া, মুস্তান্, সেরিয়া, সাহেবিয়া, নূরিয়া, সাকাফিয়া, কাহেরিয়া, আজিজীয়া, জায়নীয়া, নাফিসিয়া, আলানীয়া ইত্যাদি অসংখ্য মাদ্রাসার নাম ঐতিহাসিক এব্‌নে খাল্লেকান ও আরও অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বাগ্দাদের

'নেজামিয়া মাদ্রাসা'ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সে সময় এই মাদ্রাসাটী মুছলমান-জগতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগার বলিয়া পরিগণিত হইত। কোন লোক 'নেজামিয়া' মাদ্রাসায় শিক্ষা লাত করিয়াছে জানিতে পারিলে সাধারণে তাহার অসীম জ্ঞান গবেষণা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের বিষয়ে সহজেই নিঃসন্দেহ হইত। খাজা নেজামুল্ মুল্‌ক্ তূসী কর্ত্তৃক ৪৫৯ হিজরী সনে বাগ্দাদ নগরে এই মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছিল। বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত মহাত্মা এমাম গাজ্জালী, দেশমান্য আলেম আবদুল কাদের সোহারওয়ার্দ্দী, মহাত্মা এমাদুদ্দীন মুস্‌লী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ আলেমগণ এই মাদ্রাসা হইতেই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাই সা'দী নেজামিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বাগ্দাদ অভিমুখে রওনা হইলেন।

বাগ্‌দাদে উপস্থিত হইয়া সা'দী নেজামীয়া মাদ্রাসায় পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মাদ্রাসার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহার জন্য মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

শিক্ষার সময় হইতেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং এই সময় হইতেই তাঁহার যশোবিভা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। কবি যে সকল অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা-

লাভ করিয়াছিলেন, আল্লামা আব্দর রহমান এব্‌নে জৌজী তাঁহাদের সকলের মধ্যে সুবিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। তিনি জামালুদ্দীন (ধর্ম্মের সুষমা) উপাধি পাইয়াছিলেন। হাদীস্ ও তফ্‌সীর শাস্ত্রে তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

কিশোর বয়সে কবি নেজামিয়া মাদ্রাসায় মহাত্মা 'এব্‌নে জৌজীর নিকট পড়িতে আরম্ভ করেন। দৌলৎ শাহ সামারকান্দী ও Sir Ousley লিখিয়াছেন—"কবি শিক্ষা-শেষে সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া সাধক-শ্রেষ্ঠ গওছল আজম্ সৈয়দ শেখ আবদুল কাদের জীলানীর নিকট মুরীদ হইয়া তাঁহার সাহায্যে আধ্যাত্ম সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাথী হইয়া কবি নাকি সর্ব্বপ্রথম হজ্জ ব্রতও উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। আমাদের মতে এই সকল উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সা'দী ৫৮৯ হিজরী সনে (মতান্তরে ৫৭১ হিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হজরৎ গওছল আজম তাহার অনেক পুর্ব্বে ৫৬১ হিজরী সনে পরলোক গমন করেন * সুতরাং তাঁহার নিকট সা'দীর মুরীদ হওয়া

* বাহজাতুল আসরায়, মানফুজ সৈয়দ আহমদ রফায়ী তোহফায়ে কাদেরিয়া, হজরত গওছল আজম এবং এড্‌ওয়ার্ড ফওিক প্রণীত একতোফাউল কমু প্রভৃতি কেতাবে এক বাক্যে হজরৎ গওছল আজমের মৃত্যুর সন ৫৬১ হিজরী লিখিত হইয়াছে।

প্রভৃতি সমস্ত কথা ভ্রমপূর্ণ ও অনৈতিহাসিক কল্পনা মাত্র। *
সাধক শ্রেষ্ঠ হজরত শেহাবুদ্দীন সোহারওয়ার্দ্দীর পবিত্র সঙ্গ লাভ করিয়া কবি তাঁহার নিকট মুরীদ হইয়াছিলেন। একবার তাঁহাদের উভয়ের এক সঙ্গে জল-যাত্রার একটী বৃত্তান্ত কবি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

مرا پیر دانائی روشن شهاب
دو اندرز فرمود بر روی آب
یکی آنکه بر خویشتن بین مباش
دگر آنکه بر غیر بد بین مباش

অর্থাৎ একদা জলপথে ভ্রমণকালে আমার পীর সুবিজ্ঞ শেহাবুদ্দীন আমাকে দুইটী উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—(১) কখনও নিজেকে বড় মনে করিও না (২) এবং অপরের দোষ খুঁজিয়া বেড়াইও না।

বাগ্‌দাদের নেজামীয়া মাদ্রাসায় পড়িবার সময় তাঁহার সতীর্থগণ, এমন কি অনেক আলেমনামধারী মহাত্মাও

(*) দুঃখের বিষয় আধুনিক লেখকদের মধ্যে ইদানীং যাঁহারা এই সব বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন, পাশ্চাত্য লেখকদের মধ্যবর্ত্তীতা ছাড়া তাঁহারা স্বাধীন ভাবে গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়ার দিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছেন না। উপরন্ত হজরত গওছল ও শেখ সা'দী সংক্রান্ত এই ভিত্তিহীন গল্পটাও দ্বিধা-শূন্য হইয়া বেমালুম নকল করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

তাঁহার ঈর্ষ্যা করিতেন, সা'দী তাহা জানিতে পারিয়া একদিন শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট কয়েকজন সহপাঠীর বিরুদ্ধে নালিশ করেন। তাঁহার সমস্ত কথা শুনিয়া শিক্ষকেরা বলিয়াছিলেন—প্রিয় সা'দী, তাহারা তোমার হিংসা করিয়া অন্যায় কাজ করিয়াছে; কিন্তু তুমিও আমাদের নিকট তাহাদের কুৎসা করিয়া রসনা কলঙ্কিত করিয়াছ। এরূপ অবস্থায় উভয় পক্ষের কাহাকেও আমরা নির্দ্দোষ বলিতে পারি না।

জ্ঞান-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই কবি 'তসাওওফের' তত্ত্বা-ন্বেষী হইয়াছিলেন, তিনি দরবেশ ও ওলীআল্লাহ্‌দের সঙ্গ লাভ করিতে ও তাঁহাদের উপদেশ শুনিতে ভালবাসিতেন।

এক সময়ে তিনি সঙ্গীতের বড়ই অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার ওস্তাদ মহাত্মা এব্‌নে জৌজী অনেকবার তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু যৌবন-সুলভ চপলতা বশতঃ কিছুতেই তিনি আত্মদমন করিতে পারেন নাই। ঘটনাক্রমে একদিন তাঁহাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একজন গায়কের রাসভ-নিন্দিত-কণ্ঠের গান অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিতে হইয়াছিল এবং সেই দিন কবি সঙ্গীত শ্রবণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া আর কখনও শুনিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, আজীবন তিনি এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন।

এই সময় আব্বাসীয়া বংশের গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়া আসিয়াছিল। এই বংশের শেষ খলিফা মো'তাসেম বিল্লাহ বাগ্‌দাদের সিংহাসনে বসিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় ক্ষীণরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছিলেন। এই অবসরে তাতারী দস্যুদল কর্ত্তৃক বাগ্‌দাদ নগরী আক্রান্ত হইল। তাহাদের দুর্দ্দমনীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি খলিফার ছিল না। বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শোণিতপাতের পর শত্রুকর্ত্তৃক নগর অধিকৃত হইল। চারিদিকে অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইল। অসংখ্য জীবন বিনষ্ট ও নগরবাসীদের অগণিত ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইল, ফলে অমরাবতীতুল্য চিরঐশ্বর্য্যময়ী বাগ্‌দাদ নগরী শ্মশানে পরিণত হইল। খলিফা মো'তাসেম বিল্লাহ্‌ তাতারীদের হাতে নৃশংস ভাবে নিহত হইলেন। এই সকল ঘটনা সা'দী' স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষের উপর এই শোচনীয় দৃশ্য অভিনীত ও আব্বাসীয়া বংশের সৌভাগ্য পট চিরদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

এই ঘটনায় খলিফা মো'তাসেম বিল্লার নৃশংসরূপে নিহত হওয়া সম্বন্ধে কবি শোক-সূচক কতকগুলি 'মরসীয়া' লিখিয়াছিলেন। সেগুলি সাধারণের নিকট বিশেষভাবে প্রশংসিত ও সমাদৃত হইয়াছিল। মো'তাসেম বিল্লার ন্যায়

অত্যাচারী খলিফার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা এবং 'মরসীয়া' লেখার কথা লইয়া সিয়া সম্প্রদায় সা'দীর উপর দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে দোষের কিছুই নাই। একজন 'খলিফার' নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়া কোন সহৃদয় লোক দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহা স্বভাবের ধর্ম্ম, প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়ম। এরূপ অবস্থায় ভাল মন্দের কথা উঠিতেই পারে না। বিশেষতঃ আব্বাসীয়া বংশের গৌরব-রবি অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরবের এছলাম-জগৎ চির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। এছলামের বিজয় পতাকা চিরতরে ধূলায় লুটাইয়াছিল। সুতরাং খলিফার শোচনীয় মৃত্যুতে 'মর্সীয়া' লিখিয়া কবি প্রকৃতপক্ষে এছলাম জগতের দুর্দ্দশা ও অধঃ-পতনের শোকগীতি গাহিয়াছিলেন।

নেজামীয়া মাদ্রাসায় পাঠ সমাপ্ত করিয়া শেষ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কবি দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়েন। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—কবি জীবনের প্রথম ত্রিশ বৎসর বিদ্যার্জ্জনে, দ্বিতীয় ত্রিশ বৎসর দেশ-ভ্রমণে, তৃতীয় ত্রিশ বৎসর গ্রন্থ প্রণয়নে এবং সর্ব্বশেষ ত্রিশ বৎসর নির্জ্জনবাসে আল্লার এবাদৎ-বন্দেগীতে কাটাইয়াছিলেন।

সা'দী সকল শাস্ত্রেই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত নামের পরিবর্ত্তে কবি নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ঐতিহাসিক সম্প্রদায় সকলেই তাঁহাকে অসাধারণ পণ্ডিত, 'তসাওওফ' জগতের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বদর্শী এবং কাব্য জগতের একচ্ছত্র সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

একবার কবি সিরিয়া অথবা এরাক প্রদেশের কোন একটী সহরে কাজী সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিত আলেম সম্প্রদায় একটী মহতী সভায় সমবেত হইয়া নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। তিনি সভাস্থলে প্রবেশ করিয়া সমবেত আলেমগণের সহিত সমানাসনে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার জীর্ণ বেশ-ভূষা দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে অবজ্ঞার সহিত সেস্থান হইতে উঠাইয়া দিলেন। অগত্যা কবি সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে স্থান গ্রহণ করিলেন। এই সময় একটী কঠিন সমস্যার মীমাংসা লইয়া আলেম সমাজে তর্কের স্রোত প্রবাহিত হইল। তাঁহারা বহু আলোচনা ও বাদানুবাদের পরও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। তখন কবি সেই দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সামান্য ২।৪টী কথায় সরল ও সহজ ভাষায় অকাট্য যুক্তির সহিত সেই সমস্যাটীর সমাধান করিয়া দিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের

পরিচয় পাইয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং সকলে এক-যোগে তাঁহাকে সম্মান দেখাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি কিছুক্ষণ তাঁহাদের সহিত নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া সকলের অজ্ঞাতে সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। কিন্তু তখন কেহই তাঁহাকে 'সা'দী' বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পর চারিদিকে অনুসন্ধানের সাড়া পড়িয়া গেল, এই সময় একজন বিদেশী লোকের মুখে সা'দীর আগমন-বৃত্তান্ত সকলেই জানিতে পারিলেন, কিন্তু কবিকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। *

কবি ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি তর্কবহুল শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। ধর্ম্মতত্ত্ব, 'তসাওওফ' ও সাহিত্যের দিকেই তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হইত। তিনি অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। নেজামিয়া মাদ্রাসায় পড়িবার সময় বক্তৃতা শক্তির অনুশীলনে তিনি সহপাঠীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। একবার 'বায়াল্‌বাক্‌' নগরীর জামে মসজিদে একটী বিরাট সভায় কবি বহুক্ষণ ধরিয়া এস্‌লাম-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ ও ভাব-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

---

* নফহাতুল উনস, বুস্তানের ৪র্থ বাব

সা'দী নানাদেশ ভ্রমণ এবং দীর্ঘকাল সেই সকল দেশে অবস্থান করিয়া নানা বিদেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। বুস্তাঁ ও গোলেস্তাঁয় বর্ণিত তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই জানা যায় যে, তিনি এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। সিরিয়া, এরাক, ফিলিস্তীন, মিসর, এমন কি ভারতবর্ষেও সা'দী ভ্রমণ করিয়াছেন।

Sir Ousley লিখিয়াছেন—কবি বিভিন্ন দেশের ১৮টী ভাষা শিখিয়াছিলেন। কবির লিখিত কতকগুলি কবিতা দেখিয়াই 'সার আউসলী' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বিদেশীয় অনেক ভাষা তাঁহার মাতৃভাষার ন্যায় হইয়াছিল, সেই সকল ভাষায় তিনি কথা কহিতে, বক্তৃতা করিতে এবং কবিতা লিখিতে পারিতেন। ফরাসী পণ্ডিত এম, গার্স্যন, ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের এশিয়াটিক জার্ণাল পত্রিকায় লিখিয়াছেন—প্রাচ্য কবিদের মধ্যে বিদেশীয় ভাষায় কবিতা লিখিতে শেখ সা'দীই প্রথম।

অনেকে ফার্সী ও উর্দ্দু ভাষার সংমিশ্রণে মিশ্র ভাষায় লিখিত রেখ্‌তা নামক নিম্নলিখিত কবিতা কয়টী শেখ সা'দীর রচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

قشقه چو دیدم بسرخش گفتم که یه کیا دیت هی
گفتا کم درای باررې اس ملک کی یه ریت هے
همذا تمهن کو دل دیا تم دل لیا اور دکهه دیا
هم یه کیا تم ره کیا ایسی بهلی یه پیت هے
سعدی بگفتا ریختہ در ریختہ در ریختہ
شیر و شکر آمیختہ هم ریختہ هم گیت هے

অর্থাৎ প্রিয়তমার তিলক-শোভিত ললাট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার ললাটে এসব কি? তিনি বলিলেন এ দেশের ইহাই রীতি। আমি প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া তোমাকে মনপ্রাণ সঁপিলাম, তুমি আমার মন লইলে আর আমাকে দুঃখ দিলে। আমি এরূপ করিলাম, তুমি ওরূপ করিলে, তোমার প্রেমের এমনই মহিমা। 'রেখ্‌তা' রচনা ছলে সা'দী এই সকল মুক্তা সাজাইয়া রাখিয়াছেন, পক্ষান্তরে দুগ্ধে ও মিছ্‌রীতে মিশাইয়া দিয়াছেন, এগুলি রেখ্‌তা ও গীত দুই-ই।

Sir Ousley এবং আরও কয়েকজন জীবনী-লেখক এমন কি 'মির্জ্জা সওদা'ও এই কবিতা কয়টী পারস্যের কবি সা'দী শিরাজীর রচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সুবিখ্যাত চরিতকার হাকীম 'কোদরুতুল্লাহ্‌ কাসেম'

নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা ও নানা ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন—ঐ 'রেখ্‌তা'গুলি দাক্ষি-ণাত্যের অন্য একজন কবির রচিত, তাঁহার লিখিত কবিতায় তিনিও সা'দী নাম ব্যবহার করিয়াছেন। এজন্য অনেকে পারস্যের মহাকবি শেখ সা'দীকেই ঐ 'রেখ্‌তার' রচয়িতা মনে করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন।

পারস্যের কবিদের মধ্যে অনেকেই যেমন বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, বাগ্‌দাদের নেজামী মাদ্রাসা হইতে বাহির হইয়া সা'দীও সেইরূপ দেশ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন। Sir Ousleyর মতে প্রাচ্য পরিব্রাজকদের মধ্যে 'এব্‌নে বতুতা'কে বাদ দিলে শেখ সা'দীই প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইবেন। তিনি এশিয়া ও আফ্রিকার বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। 'চেম্বার্স ইনসাইক্লোপেডিয়া' হইতে তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণের কথাও জানিতে পারা যায়। বোস্তাঁর অষ্টম বারে কবি ভারতের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির দর্শন সম্বন্ধে একটী বিচিত্র ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও উপস্থিত বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত

প্রসিদ্ধ লেখক শেখ আজরী তাঁহার 'জওয়াহেরুল

আসরার' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—সা'দী দিল্লীর সুবিখ্যাত কবি আমীর খোসরোর কবিতা শুনিয়া সুদূর পারস্য দেশ হইতে কেবল তাঁহাকে দেখিবার জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের জন্ম বৃত্তান্ত বয়সের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক অন্যান্য ঘটনা সমূহ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে, এই ঘটনাটী সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। 'খোসরো' ৬৫১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন, সা'দীর বয়স তখন ৮০ বৎসর (মতান্তরে ৬১ বৎসর)। খোসরো অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়সে সাহিত্য-জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুদূর পারস্য দেশ পর্য্যন্ত তাঁহার যশ ছড়াইয়া পড়া সম্ভব হইলে সা'দীর বয়স তখন ১০০ বৎসরের কিছু কম অথবা বেশী হইয়াছিল। সে সময় তিনি লোক-সমাজের সংশ্রব শূন্য হইয়া নির্জ্জনবাসে 'এবাদৎ-বন্দেগী'তে কাটাইতেন। এরূপ অবস্থায় এই শেষ বয়সে জরা ও বার্দ্ধক্য-পীড়িত, এবাদৎ বন্দেগীতে নিবিষ্ট-চিত্ত মহাপুরুষ কেবল কবি নামে বিখ্যাত একজন তরুণের সহিত দেখা করিবার জন্য পারস্য দেশ হইতে সুদূর দিল্লী নগরীতে আসিয়াছিলেন, এ কথার উপর কখনও বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। বরং বিশ্বস্ত-সূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে যে, সোলতান গিয়াসুদ্দীনের

পুত্র 'মোহাম্মদ সোলতান' তাঁহার প্রিয় পারিষদ কবিবর খোসরো-রচিত কতকগুলি কবিতা শিরাজ নগরে সা'দীর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহাকে ভারতে আসিবার জন্য অনুরোধ পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কবির বয়স তখন একশত বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল, তাই বার্দ্ধক্য বশতঃ অক্ষমতার উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহার আদেশ পালনে অসম্মতি জানাইয়াছিলেন, এবং খোসরো রচিত কবিতাগুলির বিশেষ প্রশংসা করিয়া নবীন কবির উৎসাহ বর্দ্ধন এবং সম্মান প্রতিপত্তি ও যশ-প্রচারের সাহায্য করিবার জন্য সুলতান মোহাম্মদকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। *

---

* হায়াতে ছা'দী—২৬ পৃষ্ঠা। পারস্য প্রতিভার সুযোগ্য লেখক, আমীর খোসরোকে দেখিবার জন্য বৃদ্ধাবস্থায় সা'দীর সিন্ধু অতিক্রম করিয়া দিল্লীতে আসার কথা লিখিয়াছেন, প্রমাণ-স্বরূপ বুস্তাঁর 'অষ্টম অধ্যায়ে'র হাওলা দিয়াছেন। বুস্তাঁর অষ্টম অধ্যায়ে সোমনাথের বিখ্যাত মন্দিরে সা'দীর কিছুদিন থাকা ও সেখান হইতে হিন্দুস্থান হইয়া এ'মনের পথে হেজাজে চলিয়া যাওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু আমীর খোসরোর সহিত সাক্ষাতের সামান্য প্রসঙ্গও তাহাতে নাই, খোসরোর ন্যায় একজন বিখ্যাত কবির সহিত সাক্ষাৎ হইলে কখনই তিনি সে কথার উল্লেখ না করিয়া পারিতেন না। পক্ষান্তরে ঐ আখ্যায়টী পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, সা'দী তখন আদৌ জরাগ্রস্ত হন নাই। তিনি দূর-দূরান্তরে সফর করিতে এমন কি প্রাণ-ভয়ে ভীত পলায়মান ব্রাহ্মণের পিছু পিছু দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া কূয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিতে এবং প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। একজন

কবি বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া পদব্রজে চতুর্দ্দশবার হজ্জব্রত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। একবার তিনি হজ্জ করিবার উদ্দেশ্যে পদব্রজে যাত্রা করিয়

হজ্জব্রত

২৪০০ চব্বিশ শত বর্গ মাইল বিস্তৃত "ফিদ" নামক একটী প্রান্তরে উপনীত হন। সেই জনমানবহীন, বারিশূন্য মরু-প্রান্তরে তাঁহার কষ্টের সীমা ছিল

বার্দ্ধক্য-পীড়িত জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের পক্ষে কথনই ইহা সম্ভবপর নহে। কবি ঐ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

به هند آمدم بعد از ان رستخیز
ز انجا براه یمن تا حجیز
بتازید ومن در پیش تا ختم
نگر نش بجا هی در اند اختم
تما مش بکشتم بسنگ ان خبیث
که از مرده دیگر نیاید حدیث

অবস্থা-ঘটিত প্রমাণাদি দৃষ্টে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সা'দীর এই সোমনাথ ও হিন্দুস্থানে আগমনের ব্যাপার আমীর খোসরোর জন্মের অনেক পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল।

না, পথকষ্টে ও পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল, তিনি জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় একজন উষ্ট্রচালক উষ্ট্রসহ সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই ভীষণ বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল।

ভূতপূর্ব্ব পারস্যাধিপতি করিম খাঁ জন্দ, শীরাজ নগরীর বাহিরে একটী স্থান প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া তন্মধ্যে সাতজন অজ্ঞাতনামা 'দরবেশে'র সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। বহির্গমনের পথে দ্বারের দুইপার্শ্বে মহাকবি সা'দী ও কবিবর হাফেজের দুইটী প্রস্তর-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। সা'দীর মূর্ত্তি দেখিয়াই তাঁহাকে একজন পরিব্রাজক বলিয়া মনে হয়, ক্লার্ক (Clerk) সাহেবের প্রকাশিত বোস্তাঁর ইংরাজী অনুবাদের প্রথমে, সা'দীর যে আলোক-চিত্রটী দেখিতে পাওয়া যায়, উল্লিখিত প্রস্তর-মূর্ত্তি হইতেই তাহা গৃহীত হইয়াছে।

কবির আত্ম-প্রকাশিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে জানিতে পারা যায়—তিনি অধিকাংশ সময় নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, এজন্য বহুবার তাঁহাকে অসংখ্য বিপদ ও নানা দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

একবার তিনি দামস্কবাসীদের উপর বিরক্ত হইয়া শহর ছাড়িয়া 'ফিলিস্তীনের' এক জনমানবশূন্য অরণ্যে

বাস করিতেছিলেন। এই সময় পূর্ব্ব ত্রিপলীর সংস্কার সাধনের জন্য খৃষ্টানগণ নানা দেশ হইতে নানা উপায়ে কুলী সংগ্রহ করিতেছিল। নিঃসহায় অবস্থায় পাইয়া কবিকেও তাহারা বন্দী করিয়া লইয়া গেল, এবং সেখানে তাঁহাকে মাটী কাটিবার কার্য্যে নিযুক্ত করিল। এই কার্য্যে তাঁহার কষ্টের সীমা ছিল না। সময় সময় তাহাদের অমানুষিক অত্যাচারে পীড়িত ও সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রমে কাতর হইয়া তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেন। কিছুদিন পর, হলব নগরের অধিবাসী—কবির পূর্ব্ব পরিচিত একজন সম্ভ্রান্ত লোক, ঘটনাক্রমে হঠাৎ সেখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি কবির এই দুর্দ্দশা দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। অতঃপর রক্ষীগণকে দশটী আশরফী ঘুষ দিয়া তাঁহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন এবং সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। তাঁহার একটী অবিবাহিতা কন্যা ছিল, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা বহু সাধ্য-সাধনায় কবিকে সম্মত করিয়া একশত আশরফী দেনমোহরে তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কিন্তু কবি এই বিবাহে কিছুমাত্র দাম্পত্য-সুখ পান নাই। তিনি সময় সময় মুখরা স্ত্রীর বাক্-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িতেন। একদিন স্ত্রী তাঁহাকে তাহার পিতার ক্রীতদাস বলিয়া

ভৎ´সনা করিয়াছিল। কবি তাহার কথায় হাসিয়া বলিলেন—হাঁ সত্য বটে, তোমার পিতা আমাকে ত্রিপলী হইতে দশটী মোহরে কিনিয়া আনিয়া তোমার নিকট একশত মোহর দামে বিক্রয় করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার পাওনা তিনি সুদসহ আদায় করিয়া লইয়াছেন।

কবি বলিয়াছেন—

شنیدم گوسپند یرا بزرگی
رها نیداز دهان و دست گرگی

شبش چون کارد بر حلقش بمالید
روان گوسپند ازوي بنالید

که از چنگال گرگم در ربری
چودیدم عاقبت خود گرگ بودی

অর্থাৎ "আমি শুনিয়াছি একজন ভদ্রলোক বাঘের মুখ হইতে একটী ছাগলকে রক্ষা করিয়াছিলেন, পরে রাত্রি হইলে তিনি নিজেই যখন তাহার গলায় ছুরি চালাইলেন তখন ছাগলের প্রাণ কাঁদিয়া বলিল, তুমি আমাকে বাঘের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছ কিন্তু দেখিতেছি—তুমি নিজেই বাঘ।" সুন্দরী, তোমার পিতাও আমার সহিত ঠিক এই ব্যবহারই করিয়াছেন।

কবি জন-সেবা (خدمت خلق) কে সকল এবাদতের সেরা বলিয়া জানিতেন। তিনি জেরুজালেম ও সিরিয়া প্রদেশে বহুদিন ধরিয়া স্বেচ্ছায় তী- যাত্রীদের পানি সরবরাহ করিয়াছেন।

জনসেবা

আজীবন দুস্থ পীড়িত ও বিপদগ্রস্থ লোকের যথাসাধ্য সেবা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

طریقت بجز خدمت خلق نیست
به تسبیح و سجاده و دلق نیست

অর্থাৎ "লোক-সেবা ভিন্ন 'তাসাওফ' আর কিছুই নয় তসবিহ, জায়নামাজ ও আলখেল্লার মধ্যে দরবেশী নাই।" কবি আবার বলিয়াছেন —

بر آوردن کار امید وار
به از قید بندی شکستن هزار

অর্থাৎ "হাজার হাজার কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া অপেক্ষা প্রার্থীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা ভাল।"

সা'দী জীবনে বহুবার বহু বিপদে পড়িয়াছেন, কিন্তু সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় সমান সন্তোষ-ভাব পোষণ করিতেন; কোন অবস্থায় তিনি ধৈর্য্যহারা হইতেন না। হাজার বিপদে পড়িলেও কাহাকেও মুখ

ফুটিয়া কিছু বলিতেন না। সন্তোষ তাঁহার জীবনের চির-সহচর ছিল। কবি বলিয়াছেন—সম্পদ ও বিপদ দুই-ই খোদায়-তা'আলার দান, সকল অবস্থায় কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া যথাসাধ্য কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাওয়াই জীবনের সার্থকতা।

একদিন কুফা নগরে জোহরের নামাজে যোগ দিবার জন্য কবি তাঁহার বাসা হইতে দূরবর্ত্তী একটী মসজিদের দিকে যাইতেছিলেন। অগ্নিকণার ন্যায় উত্তপ্ত বালুকা-রাশির উপর খালি পায়ে চলিয়া যাইতে তাঁহার যারপর নাই কষ্ট হইতেছিল। কবি বলিয়াছেন—সেই সময় আমার অভাবের কথা ভাবিয়া আমি মর্ম্মন্তুদ কষ্ট অনুভব করিতেছিলাম। কিন্তু মসজিদের নিকট আসিয়া একজন পীড়িত খঞ্জ ভিখারীর দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তাহাকে দেখিয়াই আমি সকল কষ্ট ও সকল অভাবের কথা ভুলিয়া গেলাম। আমার অটুট স্বাস্থ্য ও সুদৃঢ় পদদ্বয়ের জন্য সর্ব্বশক্তিমানকে অশেষ ধন্যবাদ দিলাম।

এক সময় আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। অন্নাভাবে অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল, এক মুষ্টি অন্নের জন্য যথাসর্ব্বস্ব এমন কি প্রাণ-প্রতিম পুত্র কন্যাকে পর্য্যন্ত অনেকে বেচিয়া ফেলিতে-

ছিল। এই সময় সা'দী সেখানে ছিলেন, তাঁহার ন্যায় গরীব মোসাফেরদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছিল। কবি অন্নাভাবে উপবাসের পর আধ-মরা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অবস্থায় একজন নীচ প্রকৃতির ধনশালী লোক দানছত্র খুলিয়া অন্নদান করিতেছিল। কিন্তু এই সুযোগে অভাবগ্রস্ত মহৎ লোকদিগকে সাহায্য করার ছলে অপমানিত ও লজ্জিত করাই তাহার আসল উদ্দেশ্য ছিল। সা'দীর সহযাত্রীদের মধ্যে অনেকে তাহার নিকট যাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতে বলিলেন, কিন্তু কবি কোন মতেই তাহাতে 'রাজী' হইলেন না। তিনি বলিলেন—কুকুরের ভুক্তাবশেষ খাইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা সিংহ শাবকের পক্ষে অনাহারে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মহাত্মা সা'দের রাজত্বকালে অতি অল্প বয়সে জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যা অর্জ্জন মানসে কবি বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন।

স্বদেশ-প্রত্যাগমন

সা'দ হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, ৬২৩ হিজরীতে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে শিরাজ নগরের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছিল। কবি বিদেশ যাত্রার সময়ে আতাবাক্ উজবেক ও সোলতান গিয়াসুদ্দীনের ভীষণ

আক্রমণ ও শিরাজ নগরীর শোচনীয় অধঃপতন স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছিলেন। পারস্য-রাজ সা'দের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র আবুবাকার পিতৃ-সিংহাসনে উপবেশন করেন। নবীন নরপতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতা গুণে অল্পদিনের মধ্যে রাজ্যের অন্তর্বিপ্লব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ ভয় দূর করিয়া পূর্ণশান্তি স্থাপন করিলেন। দেশময় তাঁহার সুশাসনের সাড়া পড়িয়া গেল ; নানাদিক হইতে ভাল লোকের দল রাজধানীতে আসিতে লাগিলেন। রাজ্যের চারিদিকে অসংখ্য মাদ্রাসা, মসজিদ ও খানকাহ্ নির্ম্মিত হইল। বহু অর্থব্যয়ে শিরাজ নগরে একটী বিরাট চিকিৎসাগার স্থাপিত হইল। ফলে পারস্যদেশের পূর্ব্ব সুখ-সমৃদ্ধি আবার ফিরিয়া আসিল।

৬২৩ হিজরী সনে নবীন পারস্য-রাজ আবুবাকারের অভিষেকক্রিয়া মহা ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইল। তাঁহার রাজ্যলাভের পর ৬৫৮ হিজরী পর্য্যন্ত কবি দেশে ফিরিয়া আসেন নাই। যখন নবীন পারস্য-রাজের যশ-কাহিনী দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল, তাঁহার প্রজাপালন ও সুশাসনের কথা দূর-দূরান্তরে সকলেই জানিতে পারিল, তখন সুদূর প্রবাসে জন্মভূমির জন্য কবির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি সিরিয়া হইতে এরাক হইয়া কিছুদিন ইস্পাহানে

কাটাইয়া বহুকাল পরে আবার সিরাজ নগরে ফিরিয়া আসিলেন।

কবি তাঁহার স্বদেশ-প্রত্যাগমন-চিত্র সুনিপুণ তুলিকায় এইরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন—

ندانی که من دراقالیم غربت
چرا روزگارے بکردم درنگی
برون رفتم از تنگ ترکان که دیدم
جهان بر هم افتاده چون موی زنگی
همه آدمی زاده بودند لیکن

"তুমি জাননা, আমি এতদিন বিদেশে কেন কাটাইয়াছি। তুর্কীদের অত্যাচারে দেশটা কাফ্রিদের চুলের মত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, মানুষ হইলেও তাহারা বাঘের মত পর-রক্ত-পিপাসু ছিল, এই জন্যই আমি দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলাম

چو گرگان بخونخوارگی تیز چنگی
چو باز آمدم کشور آسوده دیدم
پلنگان رها کرده خوئی پلنگی
چنان بود در عهد اول که دیدم
جهان پر ز آشوب و تشویش و تنگی

چنین شد در ایام سلطان عادل
اتابک ابوبکر بن سعد زنگی

অর্থাৎ "ফিরিয়া আসিয়া দেশে পূর্ণ শান্তি বিরাজিত দেখিলাম। ব্যাঘ্রের দল হিংসা প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে, প্রথম অবস্থায় অরাজকতা, অশান্তি ও দুঃখ-দারিদ্র্যে দেশের অবস্থা সেইরূপ দেখিয়াছি। আর এখন সুবিচারক সোলতান আতাবাক আবুবাকারের সময় এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

চন্দ্রে কলঙ্ক ও মানব-চরিত্রে ত্রুটী চিরপ্রসিদ্ধ, তাই সকল গুণের আধার হইয়াও পারস্য-রাজ আবুবাকারের একটী প্রধান দোষ ছিল, তিনি ধর্ম্মজগতের নেতা আলেম-দিগকে রাজনীতি-ক্ষেত্রে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। এইরূপ অন্যায় সন্দেহ-বশে তিনি কয়েকজন দেশমান্য আলেমকে রাজধানী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। আলেম-শ্রেষ্ঠ মহাত্মা সাদরুদ্দীন মাহ্‌মুদ, এমাম শেহাবুদ্দীন ও মৌলানা এজ্‌জুদ্দীন কায়সীর ন্যায় জগন্মান্য আলেমদিগকেও তাড়াইয়া দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। সৈয়দ বংশের সুধী-শ্রেষ্ঠ আল্লামা কাজী এজ্‌জুদ্দীন আলাভী সে সময় সর্ব্বপ্রধান কাজী ছিলেন। রাজাজ্ঞায় সমস্ত ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া দীনবেশে তাঁহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা

হইয়াছিল। সুবিখ্যাত সাহিত্যিক মহাত্মা সয়ীদ আমিনুদ্দীন ভূতপূর্ব্ব পারস্য-রাজ সা'দের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সা'দ তাঁহাকে ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনিও নবীন নরপতির অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইলেন না। অন্যায় সন্দেহের ফলে আবুবাকার তাঁহাকে ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র তাজদ্দীনকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। সেই অবস্থায় কারাগারেই তাঁহাদের পবিত্র জীবনের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। এই সকল কারণে 'আলেমগণ তখন আলেমের বেশে থাকিতে ভয় পাইতেন। দরবেশ-বেশধারী ভণ্ড ফকীর দিগকেই নবীন নরপতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

'তারিখে ওয়াস্‌সাফে' লিখিত হইয়াছে—"একজন আল্‌খেল্লাধারী ভণ্ড ফকীর রাজ-দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে বিশেষ ভক্তি ও সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে মগরেবের আজান হইল। আলেমগণের উপস্থিতি সত্ত্বেও রাজা সেই ফকীরকেই নামাজ পড়াইতে হুকুম দিলেন। সে কোর্‌-আনের একটী আয়ৎও বিশুদ্ধভাবে পড়িতে পারিল না। কিন্তু হইলে কি হয়, তাহার মূর্খতা যতই প্রকাশ হইয়া পড়িল, তাহার উপর রাজার ভক্তি ততই বাড়িয়া চলিল।" এইরূপ অবস্থায় দেশে ফিরিয়া আসিয়া আলেম ও 'হাদী'র বেশে আত্ম-প্রকাশ

করা সা'দীর পক্ষে সম্ভবপর হইল না। খোদা তাঁহাকে যেরূপ পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তি দিয়াছিলেন তাহাতে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার ভক্ত ও অনুরক্তের দল অসম্ভবরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। এদিকে পারস্য-রাজ আবুবাকার আলেমদের লোকপ্রিয়তা ও তাঁহা-দের ভক্তের দল বৃদ্ধি হওয়া আদৌ দেখিতে পারিতেন না। তিনি ইহাতে মনে মনে ভয় পাইতেন এবং অচিরে ইহার মূলোচ্ছেদ না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া এই সকল অবস্থা দেখিয়া কবি দরবেশের বেশে আত্মপ্রকাশ বা আত্মগোপন করিলেন। তিনি সাধ্যমতে রাজার সংশ্রবে যাইতেন না। ভূতপূর্ব্ব পারস্য-রাজ সা'দকে তিনি প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাই তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া শোক প্রকাশক কতকগুলি কবিতা লিখিয়া-ছিলেন। সেগুলি সকলের নিকট প্রশংসিত ও সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। গোলেস্তাঁ গ্রন্থখানি তাঁহার নামেই উৎসর্গ করিয়াছেন।

স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসনাধীন দেশে থাকিয়া বিশেষতঃ পারস্য-রাজ আবুবাকারের খাম-খেয়ালীর কথা অবগত হইয়াও কবি কখন বিপদের ভয়ে সত্য প্রচার করিতে, শাসন পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করিতে ও রাজানুগৃহীত ভণ্ড

ফকীরদের ভণ্ডামী প্রকাশ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি গল্প গুজব ও হাসি তামাসার ছলে এবং প্রশংসাসূচক কবিতার অন্তরালে যথাযথরূপে তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেন।

কবি সাধারণতঃ বিভিন্ন দেশীয় পরলোকগত নরপতি-গণের বিগত জীবনের শাসন পদ্ধতি, রাজ্য পরিচালনের রীতিনীতি ও তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যবহারাদি বর্ণনচ্ছলে বর্ত্তমান রাজ-শাসনের দোষাদোষ, ত্রুটী-বিচ্যুতি দেখাইয়া দিতেন। অত্যাচার অনাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করিতেন। আবার কখন রাজা বা কোন রাজকর্ম্মচারীর উদ্দেশে প্রথমতঃ ২।৪টী প্রশংসাসূচক কবিতা লিখিয়া তারপর সাধারণভাবে কুশাসন ও প্রজা পীড়নের বিষময় কুফলের চিত্র অঙ্কিত করিতেন। তাঁহার লিপিকুশলতা এমন সুন্দর ও বর্ণনাভঙ্গী এরূপ হৃদয়গ্রাহী হইত যে, তাঁহার উপদেশ কখন ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইত না।

পারস্যাধিপতি অন্ধ-বিশ্বাস-বশতঃ দরবেশ সম্প্রদায়কে বহু ধনসম্পত্তি দান করিতেন, পক্ষান্তরে আলেমদের উপর অন্যায় সন্দেহ পোষণ করিয়া কখন তাঁহাদের কোন সাহায্য করিতেন না। এজন্য তাঁহাকে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে

কবি তাঁহার গোলেস্তাঁ গ্রন্থে একজন দরবেশের একটী কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—কোন দেশের নিবিড় অরণ্যভূমে একজন দরবেশ সংসার-ভোগ-লালসা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিতেন। কখন লোকালয়ে যাইতেন না, কোন লোকের সহিত মিশিতেন না, বৃক্ষপত্র ও বনজ ফলমূল খাইয়া এবাদৎ বন্দেগিতেই দিন কাটাইতেন। এই প্রকারে বহু দিন গত হইলে একদিন সেই দেশের অধিপতি সেই অঞ্চলে শিকার করিতে আসিলেন। তিনি দরবেশের কুটীর দ্বারে আসিয়া তাঁহার যোগ-মগ্ন অবস্থা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন এবং ভক্তিভরে তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। ধ্যান ভঙ্গ হইলে দরবেশ রাজাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই হইতে সময় সময় রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, দরবেশকে রাজধানীতে বসবাস করাইবার ইচ্ছা তাঁহার মনে উদয় হইল। একদিন দরবেশের নিকট তিনি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, প্রথমতঃ তিনি কোন মতেই রাজী হইলেন না। কিন্তু রাজার বহু সাধ্য-সাধনা ও অনুরোধ-উপরোধে অগত্যা রাজী হইতে হইল। তাঁহার বাসের জন্য একটী সুন্দর সুসজ্জিত প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট হইল।

সর্ব্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগবিলাসের ব্যবস্থা এবং অপ্সরানিন্দিত সুন্দরী কিঙ্করীগণ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইল। এইরূপে কিছুদিন রসনাতৃপ্তিকর সুখাদ্যে উদর পূর্ণ করিয়া ও নানা ভোগ বিলাসের মধ্যে কাটাইয়া তাঁহার সেই কঠোর তপস্যা ও সংযমের দৃঢ়বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িল, অবশেষে তিনি সম্পূর্ণরূপে সাধনাপথভ্রষ্ট হইয়া বিলাসসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। এই সময় একদিন মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া রাজা দরবেশকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহার সেই পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার বিষদৃশ পার্থক্য দেখিয়া এবং সেই ত্যাগী মহাপুরুষকে এইরূপে ভোগবিলাসে রত ও অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইতে দেখিয়া তিনি যারপর নাই দুঃখিত হইলেন। সুবিজ্ঞ মন্ত্রী বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন—রাজন! অবস্থাভেদে ব্যবহারের তারতম্য হওয়া বিশেষ আবশ্যক, সাধক সম্প্রদায়ের উপর এইরূপ অযথা অনুগ্রহের গুরুভার চাপাইয়া দেওয়া কখনই সমীচীন নহে। তাঁহাদের সম্মুখে ভোগের ও প্রলোভনের উপকরণ উপস্থিত করিলে তাঁহারা ভোগবিলাসে রত হইয়া সাধনা-পথভ্রষ্ট হইতে পারেন। পক্ষান্তরে আলেম সম্প্রদায়ের সাংসারিক অভাব দূর করিয়া তাঁহাদের সময়োচিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিলে তাঁহারা

নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্ম প্রচার ও গ্রন্থ রচনাআদি বিবিধ সৎকার্য্যে ব্রতী হইয়া দেশের মহদুপকার সাধন করিতে সমর্থ হন।

কবি আর একস্থানে লিখিয়াছেন—একজন নৃপতি পীড়িত হইয়া বহু চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগমুক্ত হইতে পারিলেন না, জীবনের আশা এক প্রকার ছাড়িয়া দিলেন। তিনি খোদার দরবারে কাতরে আরোগ্য কামনা করিয়া চারিশত মোহর দরবেশদিগকে দান করিবেন বলিয়া 'মান্নৎ' করিলেন। অতঃপর তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইলেন, তখন একজন চাকরকে চারিশত মোহর দিয়া দরবেশদের মধ্যে তাহা বণ্টন করিয়া দিতে হুকুম দিলেন। আদেশানুযায়ী রাজ-কিঙ্কর মোহর লইয়া চলিয়া গেল ও এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত নানা স্থানে ঘুরিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল এবং বহু অনুসন্ধানেও কোন দরবেশের দেখা পায় নাই বলিয়া সংবাদ জানাইল। রাজা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—এই সহরের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে সংসার বিরাগী বহু দরবেশ এবাদৎ বন্দেগীতে 'মশগুল' রহিয়াছেন। তুমি তাঁহাদের কাহাকেও দেখিতে পাইলে না! চাকরটি করজোড়ে নিবেদন করিল আমি দরবেশের বেশ-ধারী অনেক লোককেই দেখিয়াছি কিন্তু যিনি প্রকৃত দরবেশ কিছুতেই তিনি অর্থ গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না,—আর যাহারা

লইতে ইচ্ছুক তাহারা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত দরবেশ নহে। রাজা এই সকল কথা শুনিয়া তাহার সুবিবেচনার প্রশংসা করিলেন।

কবি এইরূপে গল্প গুজবের ছলে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও প্রজাপালন সম্বন্ধে নানা উপদেশ প্রদান করিতেন, আবার রাজা বা রাজকর্ম্মচারীদের অন্যায় কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কবি লিখিয়াছেন—

نصیحت بادشاهان گفتن کسے را مسلم ست که
بیم سر ندارد و امید زر

অর্থাৎ যাহাদের প্রাণের ভয় ও টাকার লোভ নাই, বাদশাহদিগকে উপদেশ দেওয়া তাহারদেই সাজে।

পারস্যবাসীগণ সা'দীকে যেরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন, সিরিয়া আরব ও অন্যান্য দেশের লোকও তাঁহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। একবার তিনি দামাস্ক নগরে হজরত এহ্য়া নবীর পবিত্র মাজারে কিছু দিনের জন্য মো'তাকেফ (ধ্যানমগ্ন) ছিলেন। সেই সময় আরবের একজন অত্যাচারী রাজা সেখানে আসিয়া পঁহুছিলেন। তিনি নামাজ ও মোনাজাৎ (প্রার্থনা) প্রভৃতি শেষ করিয়া সা'দীর অবস্থিতির কথা জানিতে পারিলেন এবং তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন—"আপনি দোওয়া করুন, আমার

রাজ্য একজন দুর্দ্দান্ত শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় আমি ভীত হইয়া পড়িয়াছি।" সাদী বলিলেন, রাজন! দুর্ব্বলের সাহায্য, আর্ত্তের ত্রাণ ও প্রজাপালন রাজার ধর্ম্ম, আপনি আপনার ধর্ম্ম পালন করিবেন, আল্লার রহমত আপনার উপর নাজেল হইবে, আপনি সকল বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।

সুবিখ্যাত আলেম আলীএবনে আহমদ কবি রচিত গ্রন্থসমূহ ও বিভিন্ন সময়ের বহু কবিতা একত্রিত করিয়া "কুল্লীয়াতসা'দী" (সা'দীর গ্রন্থাবলী) নামে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—সা'দী অত্যাচারী রাজাদের যেরূপ তীব্র প্রতিবাদ করিতেন, অন্যান্য আলেমগণ একজন সাধারণ লোকের কার্য্যেরও সেরূপ প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইতেন না। তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন—এক সময় কবি হজ্জ সমাধা করিয়া ফিরিবার পথে—তাব্রিজ নগরের আলেমদের সংস্রব লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ৩।৪ দিন সেখানে থাকিয়া গেলেন। তাব্রিজ নগরের দুর্দ্দান্ত অধিপতি সোলতান আবাকা খাঁর সুযোগ্য মন্ত্রী খা'জা শামসুদ্দীন ও তাঁহার সহোদর খা'জা আলাউদ্দীন উভয়েই সা'দীকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। তাব্রিজ নগরে থাকিবার সময় একদিন খা'জা-ভ্রাতৃদ্বয়ের

সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কবি তাঁহাদের বাড়ীর দিকে যাইতেছিলেন। ঘটনাক্রমে মন্ত্রীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া তাব্রিজাধিপতি সেই পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলের দৃষ্টি বাঁচাইয়া কবি সেখান হইতে সরিয়া পড়িতে চাহিলেন ; কিন্তু মন্ত্রীদ্বয়ের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, এবং তখনই উভয় ভ্রাতা সোলতানের সঙ্গ ছাড়িয়া সওয়ারী হইতে নামিয়া ভক্তি ও সম্মানের সহিত তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন। অতঃপর তাঁহারা রাজার নিকট ফিরিয়া গেলেন। সোলতান তাঁহাদের নিকট সা'দীর পরিচয় পাইয়া একদিন তাঁহাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে বলিলেন। ইহার কিছুদিন পর খাজা-ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুরোধে কবি একদিন রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। সোলতান বিশেষ সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, ২।৪টী কথার পরই কবি বিদায় প্রার্থনা করিলে সোলতান তাঁহাকে কিছু সদুপদেশ দিতে অনুরোধ করিলেন, কবি বলিলেন—

شاهیکه پاس رعیت نگاه میدارد
حلال باد خراجش مزد چوپانی ست
وگر نه راعی خلق ست زهرمارش باد
که هرچه میخورد ازجزیهٔ مسلمانی

অর্থাৎ যে রাজা প্রজাদের (ভাল-মন্দের) দিকে লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন, মজুরী স্বরূপ তাঁহার জন্য রাজস্ব গ্রহণ হালাল। আর যদি তিনি প্রজাপুঞ্জের রক্ষাকর্ত্তা না হন তাহা হইলে এসলামের 'জিজিয়া' স্বরূপ যাহা তিনি গ্রহণ করেন, তাঁহার পক্ষে তাহা বিষবৎ হউক। এইরূপে নির্ভয়ে তাঁহাকে আরও অনেক কথা বলিলেন। তাঁহার ভাষা এমন সরল, বর্ণনাকৌশল এমন হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে সোলতান ভাববিহ্বল ভাবে বহুক্ষণ ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকিলেন। অবশেষে বিশেষ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত তাঁহাকে বিদায় দিলেন। ইসলাম-জগতের প্রবল শত্রু, ইতিহাস প্রসিদ্ধ জালেম চাঙ্গীজ খাঁর পৌত্র এবং হালাকু খাঁর বংশধর বিধর্ম্মী সম্রাট আবাকা খাঁর সম্মুখে উপদেশ ছলে তাঁহার কু-শাসনের এরূপ তীব্র প্রতিবাদ করা মহাপুরুষ সা'দী ভিন্ন আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

কবির উপর একটী সাধারণ অভিযোগ

কোন অবস্থায় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা সমীচীন নহে, সকল দেশের সকল কালের নীতিবিৎ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রকারগণ একবাক্যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। খোদার কালাম ও রসুলের বাণীও দৃঢ়তার সহিত ইহা ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু সা'দী বলিয়াছেন—دروغ مصلحت آمیز به از راستی فتنه انگیز

অর্থাৎ বিপ্লবাত্মক সত্যের তুলনায় শান্তিপ্রদ মিথ্যা উত্তম। ইহা হইতেই মিথ্যার পরিপোষক বলিয়া অনেকে সা'দীর উপর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—সাধারণ ভাবে সত্যমিথ্যার তুলনা করিয়া সা'দী এ কথা বলেন নাই, বিশেষ অবস্থায় যখন সত্য প্রচারে বিপদের আশঙ্কা এবং ফেৎনা বা বিপ্লবের ভয় উপস্থিত হয়, তখন সেই অবস্থা বিশেষে মিথ্যার আশ্রয় লইয়াও বিপ্লব দূর করা ও শান্তি স্থাপনে সহায়তা করা শ্রেয় ইহাই সা'দীর অভিমত। ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুশাসনও ইহার বিপরীত বলিয়া মনে হয় না। [illegible] বাণী—

الفتنة اشد من القتل

অর্থাৎ হত্যাপরাধ হইতেও বিপ্লবের সৃষ্টি অধিকতর পাপ। এখন প্রশ্ন হইতেছে, কাহারও সম্মুখে যদি এরূপ সমস্যা উপস্থিত হয় যে, ব্যক্তি বিশেষকে হত্যা না করিলে বিপ্লবের হাত হইতে দেশ অথবা সমাজকে রক্ষা করা যাইবে না; এরূপ অবস্থায় হত্যার পাপে লিপ্ত হইয়াও বিপ্লবাগ্নি নির্ব্বাপিত করা উচিত। সাধারণ ভাবে ভাবিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারা যায়, কাহারও সম্মুখে দুইটী বিপদ অবশ্যম্ভাবীরূপে উপস্থিত হইলে এবং দুইটীর একটীকে গ্রহণ

না করিয়া উপায়ান্তর নাই এরূপ অবস্থা দাঁড়াইলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত লঘুতর বিপদটীকেই বরণ করিয়া থাকেন। তাই সা'দীরও উদ্দেশ্য এই যে শান্তির পরিস্থাপক মিথ্যা এবং বিপ্লবাত্মক সত্য দুটীই মানুষের পক্ষে বিপদ। কিন্তু যখন দুটীকে এড়াইয়া চলিব। উপায় থাকিবে না, তখন অগত্যা লঘুতর বিপদ "শান্তিপ্রদ মিথ্যাকেই" গ্রহণ করিতে হইবে।

সাধারণ ভাবে মিথ্যার দোষ•কীর্ত্তন করিয়া কবি গাহিয়াছেন—

گر راست سخن باشی و در بند بمانی
به زانکه دروغت دهد از بند رهائی
راستی موجب رضای خدا است
کس ندیدم که گم شد از ره راست

অর্থাৎ মিথ্যার আশ্রয় লইয়া মুক্তিলাভ করা অপেক্ষা সত্য বলিয়া বন্দী হওয়াও ভাল।

সত্যবাদীতা খোদাতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উপায়। ঠিক পথে চলিয়া কাহাকেও আমি পথ-ভ্রষ্ট হইতে দেখি নাই।

অনেকে সা'দীর এই দুই প্রকার উক্তির সমঞ্জস রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—তাঁহার প্রথম উক্তি—

(دروغ مصلحت امیز به از راستی فتنه انگیز)

দেশের ও সমাজের হিতসাধন মানসে কথিত এবং দ্বিতীয় উক্তি ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকের নিজের জন্য উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ অনন্যোপায় হইলে মিথ্যার আশ্রয় লইয়া দেশ ও সমাজকে বিপ্লবের হাত হইতে রক্ষা করিবে কিন্তু নিজে বিপদ হইতে বাঁচিবার জন্য কোনও অবস্থাতেই কদাচ মিথ্যা কথা বলিবে না। সা'দীর উক্তিটির প্রতি একটু মনযোগ দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বস্তুতঃ এখানে দুইটী মন্দের মধ্যে তুলনায় সমালোচনা করিয়া, 'মন্দের ভাল' কি, তাহাই বলিয়া দেওয়া হইতেছে।

(৩)

মহাকবি সা'দীর কবিত্ব শক্তির সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে প্রাচ্য কবিদের মধ্যে এযাবৎ তাঁহার ন্যায় কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার কবিতা যেমন সরল তেমনি হৃদয়-গ্রাহী, পণ্ডিত সম্প্রদায় হইতে ছাত্রের দল পর্য্যন্ত, সকল শ্রেণীর মধ্যে তাঁহার কবিতা সাদরে গৃহীত ও মুখে মুখে আবৃত্ত হইতে শুনা যায়। সাধারণ কথাবার্ত্তার মধ্যে তাঁহার বহু পদ্য ও গদ্য রচনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এযাবৎ অন্য কোন কবির রচনা দেশ কাল ও পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই।

সাদীর কবিত্ব সম্বন্ধে সাহিত্যিকগণ।

সা'দীর গ্রন্থের অধিকাংশ স্থলে রাজা, প্রজা, ধনী, নির্দ্ধন, পণ্ডিত মূর্খ সকল শ্রেণীর লোককে নির্দ্দেশ করিয়া, স্বভাবের ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া, সরল ভাষায় হাসি রহস্য ও গল্প গুজবের ছলে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। স্বভাবের

বিপরীত ঘটনা বর্ণনে প্রায় তাঁহার লেখনী পরিচালিত হয় নাই। এই সমস্ত কারণ বশতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে শেখ সা'দী ও ইংরাজ কবি 'শেক্সপিয়র' কে এক ধরণের কবি বলিয়াছেন এবং শেখ সা'দীকে প্রাচ্য শেক্স-পিয়ার নাম দিয়াছেন। সুখের বিষয়, সা'দীকে পাশ্চাত্য কবি মিলটন প্রভৃতির ন্যায় জীবিতকালে যশোলাভে বঞ্চিত হইতে হয় নাই। তাঁহার সময়ে অনেক প্রসিদ্ধ কবি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তিনি সকলের নিকট যথেষ্ট যশ লাভ করিয়াছিলেন। বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অন্যান্য সকলকে ছাড়াইয়া বিজয়লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই দেশ বিদেশে সকল স্থানেই তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িয়া-ছিল। কবি-ভাগ্যে জীবদ্দশায় এরূপ যশ লাভ প্রায় ঘটিয়া উঠে না।

অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিকগণ তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—

প্রসিদ্ধ আলেম কবিবর মৌলানা আবদুররহমান জামী তাঁহার 'বাহারাস্তান' গ্রন্থে নিম্নলিখিত কবিতা দুইটীর উল্লেখ করিয়াছেন—

در شعرسه کس پیمبرانند * هرچند که لا نبیّ بعد
اوصاف قصیده و غزل را * فردوسی و انوری و سعدی

এই কবিতায় অমর কবি ফেরদৌসী, কবিবর আনওয়ারী ও মহাকবি সা'দীকে কাব্য জগতের পয়গাম্বার বলা হইয়াছে। মহাত্মা জামী 'নাফ্‌হাতুল ওনস' কেতাবে সা'দী ও আমীর খোস্‌রোর কবিতার আলোচনা করিয়া সা'দীর আসন বহু উচ্চে স্থাপন করিয়াছেন। আমীর খোসরো কবিতা রচনায় সা'দীর অনুকরণের কথা খোস্‌রো নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

خسرو سرمست اندر ساغر معنی بریخت
شیره از میخانهٔ مستی که در شیراز بود —

অর্থাৎ শিরাজে যে একজন (খোদার প্রেমে) উন্মত্ত লোক (সা'দী) ছিলেন, তাঁহারই মদশালার মিষ্ট রস খোসরো তাহার ভাবের পাত্রে ঢালিয়াছে।

আমীর হাসান নামক অন্য একজন কবি গাহিয়াছেন—

حسن گلی ز گلستان سعدی آورده است
که اهل معانی گلچین ازین گلستان اند —

অর্থাৎ ভাবরাজ্যের মালিকগণ সকলেই সা'দীর পুষ্পোদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া থাকেন, তাই হাসানও সেই বাগানের একটী ফুল তুলিয়া আনিয়াছে।

সা'দী ও 'এমামী'র কবিত্ব শক্তির আলোচনা করিয়া

কবি 'মাজ্দে হাম্গার' এমামীকে উচ্চাসন দিয়াছেন, ইহা লইয়া সাহিত্যের বাজারে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কেহ তাঁহাকে কাব্য-রস-গ্রহণে অক্ষম বলিয়া মত দিয়াছেন, আবার কেহ বলিয়াছেন—সা'দী ও মাজ্দেহাম্গার এক সময়ের লোক ছিলেন, তাই সা'দীর যশ ও প্রতিপত্তি দেখিয়া 'মাজ্দেহাম্গার' মনে মনে তাঁহার হিংসা করিতেন, এজন্য তিনি সা'দীর সম্বন্ধে বিদ্বেষপ্রসূত মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয়টী উল্লেখ করিয়া কবিবর হাজী লোৎফে আলী লিখিয়াছেন—

یکی گفت اسامی امام هری را
زسعدی فزون یافته مجد همگر *
درین ماجرا چیست رائی تو گفتم
ستمگر بود مجد همگر ستمگر *

অর্থাৎ একজন বলিলেন 'মাজদেহাম্গার' সা'দী অপেক্ষা এমামীকে শ্রেষ্ঠ কবি পাইয়াছেন, ইহার গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে আপনার মত কি, আমি বলিলাম মাজদেহাম্গার অত্যাচারী হইতেছেন, তিনি অত্যাচারী। কিন্তু মাজদেহাম্গারই আবার বলিয়াছেন—

اگر چه به نطق طوطي خوش نفسیم
به شکر گفتهاي سعدی مگسیم —

যদিও আমরা 'তুতীর' ন্যায় সুকণ্ঠ; কিন্তু সা'দীর সুমিষ্ট বচনের মক্ষিকা স্বরূপ।

সা'দী ও তাঁহার রচনার প্রতি সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রমাণস্বরূপ সাহিত্যিক সমাজে নিম্নলিখিত গল্পটী প্রচলিত আছে,—

কবির সমসাময়িক একজন পণ্ডিত কবির প্রতি ও তাঁহার রচনার প্রতি মনে মনে অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন, তিনি রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন—বেহেশ্‌তের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে, ফেরেশ্‌তারদল একটী জ্যোতির্ম্ময়-পাত্র হাতে লইয়া সা'দীর ভজনালয়ের (এবাদৎখানা) দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা কয়েকটী কবিতা আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, সা'দী আল্লার প্রশংসাসূচক এই কবিতাগুলি (১) লিখিয়াছেন, খোদার দরবারে তাহা 'মকবুল' হইয়াছে। আমরা তাঁহার পুরস্কার স্বরূপ বেহেশ্‌তের ফুলে রচিত স্বর্ণপাত্রে রক্ষিত এই মালাটী কবিকে দিতে আসিয়াছি। অতঃপর তিনি জাগরিত হইয়া তখনই কবির কুটীর দ্বারে ছুটিয়া

(১) সা'দীর সেই কবিতাটী হইতেছে—

برگ درختان سبز در نظر هوشیار
هر ورقے دفتریست معرفت کردگار

আসিলেন, দেখিলেন কবি তখন সেই স্বপ্নশ্রুত 'মোনাজাৎ'টী পড়িতেছেন আর অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি কবির কিনটে আসিয়া পূর্ব্বকৃত অভক্তি-জনিত অপরাধের জন্য দুঃখ প্রকাশ ও বিনীত ভাবে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

এইরূপ আরও একটী গল্প আছে—সুবিখ্যাত পণ্ডিত 'ফৈজী' পারস্য ভাষায় লিখিত স্বরচিত নলদময়ন্তী গ্রন্থে খোদার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া মহাকবি সা'দীর পূর্ব্ববর্ণিত 'মোনাজাতে'র অনুকরণে কএকটীর হৃদয়গ্রাহী কবিতা (১) লিখিয়াছেন, কবিতা কএকটীর সৌন্দর্য্যে তিনি নিজেই মুগ্ধ ও গৌরবে আত্মহারা হইয়া সা'দী রচিত কবিতার পুরস্কার সম্বন্ধীয় স্বপ্ন বৃত্তান্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে আকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময়ে একটী উড়ন্ত পক্ষীর বিষ্ঠা উপর হইতে তাঁহার মুখে আসিয়া পড়িল। 'ফৈজী' মনে মনে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, شعر فہمی عالم بالا معلوم شد আকশের বাশিন্দাদের কবিতা বুঝিবার শক্তির বেশ পরিচয় পাইলাম।

---

(১) ফৈজীর কবিতা—

در هرین معرکه می نهی گرش
فو ارهٔ فیض او ست در جوش

এই সকল গল্পের সত্যাসত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। সমস্ত কল্পনা-প্রসূত ধরিয়া লইলেও ইহা হইতে সা'দী ও তাঁহার কবিতার প্রতি সকলের প্রীতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সা'দীর গ্রন্থাবলী

সাহিত্য-জগতে সা'দীর আর একটী বিশেষত্ব এই যে, তিনি পদ্য ও গদ্য উভয়বিধ রচনায় সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। কবিতার ন্যায় তাঁহার গদ্য রচনাও সকলের নিকট সমভাবে আদৃত ও সাহিত্য-জগতে গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার লিখিত বহু গ্রন্থের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সবগুলি দেখিবার সুযোগ এদেশে বোধ হয় কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। কেহ সা'দীর সমগ্র গ্রন্থের সমষ্টি ২২ খানি বলিয়াছেন কেহ আরও বেশী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'কুল্লীয়াৎ সা'দীতে' যে কয়খানি প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা এখানে তাহারই উল্লেখ করিব।

তাঁহার মৃত্যুর ৪২ বৎসর পর মহাত্মা-আলী-এবনে আহ্‌মদ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি একত্রিত করিয়া "কুল্লীয়াৎ সা'দী" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যথা,—

(১) গদ্যে লিখিত একটী ক্ষুদ্র পুস্তিকা, ইহাতে

'তাসাওওয়াফ' সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রকৃত তত্ত্বদর্শী 'ওলী আল্লাহ্‌দের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, এবং রাজা রাজকর্ম্মচারীদের উদ্দেশে বহু উপদেশ দিয়াছেন।

(২) গোলেস্তাঁ।

(৩) বোস্তাঁ।

(৪) পন্দেনামা,—এটী সাধারণের নিকট 'করিমা' নামে বিখ্যাত। অনেকে কিন্তু এটী সা'দীর রচিত নহে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(৫) 'কাসায়েদে ফারসী'—ইহাতে বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনায় বিভিন্ন ভাবের কবিতা লিখিত হইয়াছে।

(৬) আরবী ভাষায় লিখিত কবিতা।

(৭) তাইয়েবাৎ—কবি রচিত দীওয়ানের প্রথম খণ্ড।

(৮) 'বদায়ে'—ঐ দীওয়ানের দ্বিতীয় খণ্ড।

(৯) খাওয়াতীন—ঐ তৃতীয় খণ্ড।

(১০) কবির বাল্য রচিত কবিতা।

(১১) খাজা শমসুদ্দীনের অনুরোধে লিখিত 'সাহেবীয়া' নামক নানা ছন্দের বিভিন্ন কবিতা।

(১২) হাস্য পরিহাস ও বিদ্রুপাত্মক কবিতা সমূহ।

ইহা ছাড়া অনেকে আরও অনেক গ্রন্থের নাম করিয়া থাকেন। এগুলির মধ্যে পদ্যে রচিত বোস্তাঁ ও গদ্যে

লিখিত গোলেস্তাঁ সাহিত্য-জগতে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পারস্য, তুর্কী, তাতার, আফ্‌গানীস্থান ও ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী হইতে ঐ দুটী ছাত্র-পাঠ্য গ্রন্থরূপে শৈশব জীবনে পঠিত ও শেষ জীবন পর্য্যন্ত সমভাবে আদৃত হইয়া আসিতেছে।

অন্যান্য কবিদের আরও ২।৪টী কাব্যগ্রন্থ বোস্তাঁর ন্যায় সমাদর লাভ করিয়াছে; এমন কি মৌলানা রুমীর 'মসনবী', ফেরদৌসীর 'শাহনামা' ও হাফেজের 'দীওয়ান-হাফেজ' এই তিনটী মহাকাব্য প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার পথে ২।১ পদ অধিক অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'মসনবী' ত পারস্য ভাষার কোরআন বা তাহার অনুবাদ-রূপেই উল্লিখিত হইয়াছে,—

هست قرآن در زبان پهلوی
مثنوی مولوئ معنوی

কিন্তু 'গোলেস্তাঁ' সাহিত্য জগতে সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যেরূপ বহুল প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছে অন্য কোন গ্রন্থ তাহা পারে নাই।

বোস্তাঁ ও গোলেস্তাঁ ইউরোপের নানা ভাষায় অনূদিত ও পাশ্চাত্য সমাজে সাদরে গৃহীত হইয়াছে। ১৮৫২

খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য ভাষায় উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের যে সকল অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, ইন্‌সাইক্লোপিডিয়ায় তাহার একটী তালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপবাসীদের দৃষ্টি বোস্তাঁ অপেক্ষা 'গোলেস্তাঁর' প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথম আমষ্টর্ড নগর হইতে ল্যাটীন ভাষায়, তৎপর ১৬৩৪, ১৭৮৯ ও ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনজন ফরাসী পণ্ডিত কর্ত্তৃক ফরাসী ভাষায় গোলেস্তাঁর তিনটী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। একজন জার্ম্মান পণ্ডিত লিখিয়াছেন— তিনি ইরানের অধিবাসী একজন সাহিত্যিক বন্ধুর সাহায্যে ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে গোলেস্তাঁ ও বোস্তাঁর জার্ম্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। ফরাসী ভাষায় ঐ অনুবাদের অনুবাদ হইয়াছে।

ইংরাজী ভাষায় গোলেস্তার বহু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ও ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে লিখিত দুইখানি ও এসিয়াটীক সোসাইটীর জন্য মিঃ রসের অনুবাদিত একখানি এই তিনখানি বিশেষভাবে প্রচলিত ও সমাদৃত হইয়াছে। মিঃ হ্যারিংটম, ডাক্তার এ, স্প্রিঙ্গার প্রভৃতি ইংরাজ লেখকগণ গোলেস্তাঁর বহুল প্রচার কল্পে নানা প্রকার চেষ্টা ও সাহায্য করিয়াছেন। এসিয়াটীক জার্ণেল পত্রিকায় গোলেস্তাঁর কয়েকটী অধ্যায়ের ইংরাজী

অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের পর পাশ্চাত্য নানা ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন লেখক কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বোস্তাঁ ও গোলেস্তাঁর আরও বহু অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শিক্ষা বিভাগীয় ইনস্পেক্টার মিঃ জন প্লেটের গোলেস্তাঁর অনুবাদ, ক্যাপ্টেন ক্লার্কের ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ও মেজর ম্যাকনিন কৃত Flowers from the Bostan নামক বোস্তাঁর অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। তুর্কী ও আরবী ভাষায় গ্রন্থাকারে ও সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় গোলেস্তাঁর আরও অনেকগুলি অনুবাদ বাহির হইয়াছে। সম্প্রতি কিছুদিন পূর্ব্বে মিসরের জিবরীল নামক একজন বিশিষ্ট আলেম আরবী ভাষায় গোলেস্তাঁর একটী সর্ব্বাঙ্গস্নুন্দর অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে পদ্যের অনুবাদ পদ্যে ও গদ্যের অনুবাদ গদ্যে লিখিত হইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন ভাষায় গোলেস্তাঁর অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, লর্ড ওয়েলেস্‌লীর শাসনকালে বিখ্যাত লেখক মির শের আলী ও তৎপরবর্ত্তী আরও অনেকে উর্দ্দু ভাষায়, গুজরাটের জনৈক পণ্ডিত গুজরাটী ভাষায়, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী একজন লেখক 'পুষ্প বাটীকা' নাম দিয়া এবং দিল্লীর সুবিখ্যাত পণ্ডিত মোহর চাঁদ দাস আগরওয়ালা

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পুষ্পবন নাম দিয়া 'ব্রজ ভাষায়' গোলেস্তাঁর অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

Literary History of Persiaর লেখক Mr. E. G. Browne লিখিয়াছেন—"সকল ভাষায় সাহিত্যের গঠন প্রথমতঃ কবিতা হইতেই আরম্ভ হয়; কিন্তু তাহার বুঝি স্থিতি ও প্রকৃত উন্নতি গদ্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে, কবিতা ভাষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে কিন্তু গদ্য তাহাকে বাঁচাইয়া রাখে।" কবিতা রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ কবির পক্ষে যেরূপ কষ্টকর, গদ্য লেখকেরও সাহিত্যের বাজারে 'নাম জাহির' করা তদপেক্ষা অধিক কষ্টকর। বিশেষতঃ গদ্য ও পদ্য উভয় রচনায় সমভাবে সিদ্ধিলাভ প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। পাশ্চাত্য লেখক Sir. Ousleyও একথা স্বীকার করিয়াছেন। মহাকবি সা'দী উভয়বিধ রচনায় সমান প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। 'গোলেস্তাঁ' গ্রন্থখানি সাহিত্য-জগতে প্রতিযোগিতার আসরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিজয়ী বেশে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীর অপেক্ষা করিতেছে; কিন্তু অসংখ্য সাহিত্য-রথীদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইবার সাহস কাহারও হইয়া উঠে নাই।

বিখ্যাত লেখক কাজী হামিদুদ্দীন রচিত মাকামাৎ

হামিদী কাবুল এবনে সেকেন্দার প্রণীত কাবুল নামা ও শীরাজের অধিবাসী প্রতিষ্ঠাবান লেখক কাজী ফজলুল হক লিখিত 'তারিখে ওস্‌শাফ' ও অন্যান্য বহু লেখকের গদ্যে রচিত অসংখ্য গ্রন্থাবলী পারস্য সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সকল গ্রন্থকারদের মধ্যে পাণ্ডিত্যের হিসাবে ২।১ জনের আসন শেখ সা'দীর উপরে, কিন্তু তাঁহাদের রচিত, গ্রন্থ সমূহে ভাবের লালিত্য অপেক্ষা ভাষার আড়ম্বরই অধিক। সেই সকল গ্রন্থে ভাষার সুদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করিয়া ভাবরাজ্যে প্রবেশ লাভ অনেক পণ্ডিত্যের ভাগ্যেও ঘটিয়া উঠে না। এমন কি বহুশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ ও পদে পদে অভিধান ও টীকা টিপ্পনীর সাহায্য গ্রহণ না করিয়া এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই।

সা'দীর মৃত্যুর বহুদিন পর মৌলানা আবদুর রহমান জামী, মাজদুদ্দীন খাওয়াফী ও 'হাবীব কায়ানী' এই তিন জন নামজাদা লেখক স্ব স্ব রচিত 'বাহারাস্তান' (উদ্যান), খারাস্তান (কন্টকারণ্য) ও পেরেশান (বিশৃঙ্খল রচনাবলী) হস্তে গোলেস্তাঁর প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ নিস্ফল হইয়াছে, সাহিত্যিকবৃন্দ একবাক্যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। 'পেরেশান' রচয়িতা মহাত্মা 'কায়ানী' লিখিয়াছেন—

"গোলেস্তাঁ' পূর্ণ শশধর এবং পেরেশান খদ্যোতিকা, এরূপ অবস্থায় প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া বাতুলতা মাত্র ; কিন্তু একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর অনুরোধে পড়িয়া বিশেষতঃ সা'দীর ন্যায় মহাপুরুষের পদাঙ্কানুসরণের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া এই পথে অগ্রসর হইযাছিলাম।

কবিবর আলী হাজীন প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া 'খারাবাৎ' নাম দিয়া বোস্তাঁর অনুকরণে পদ্যে একখানি ২০।২২ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছেন। তিনি তাঁহার অবতরণিকায় আত্মপ্রশংসা করিতে ও কবিবর 'রূদাকী,' নেজামী, ফেরদৌসী ও সা'দীকে খাট করিবার উদ্দেশ্যে ২।৪টী কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সাহিত্যিক সম্প্রদায় এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন— খারাবাতের রচয়িতা প্রকৃতই বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। অনুকরণের প্রসাধনে বাহ্যতঃ 'খারাবাৎ' ও গোলেস্তাঁ দুইটী জমজ ভ্রাতার ন্যায় সৌসাদৃশ্যপূর্ণ যুগল মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে গোলেস্তাঁ সজীব ও খারাবাৎ প্রাণহীন মূর্ত্তি, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে কবি রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে "গোলেস্তাঁ' সাহিত্য-আসরে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ

করিয়াছে, পারস্য সাহিত্যে আর কোন গ্রন্থ এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই; এক্ষণে কথা হইতেছে এই 'গোলেস্তাঁ' গ্রন্থখানি কবির বহু দিনের বহু পরিশ্রমের ফল অথবা সামান্য আয়াসে অল্পদিনে রচিত হইয়াছে, এই কথা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা প্রথমোক্ত মতেরই পক্ষপাতী; কারণ ইতিহাস জগৎ অনুসন্ধান করিলে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রন্থ রচনা করিতে লেখক যত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ সাধারণ্যে ততই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বোস্তাঁর অনুবাদক মিঃ ক্লার্ক এই মতেরই সমর্থন করিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইটালীর প্রসিদ্ধ লেখক 'এপ্রিস্টো' এবং বিখ্যাত ইংরাজ লেখক লর্ড ম্যাকলের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ম্যাকলের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের 'খসড়া' লণ্ডন মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে, সেটীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি এক একটী জায়গা কতবার লিখিয়াছেন, কতবার কাটিয়াছেন, আবার লিখিয়াছেন। বিশেষতঃ যে স্থানটীতে তিনি যত অধিক কাটছাঁট করিয়া অধিক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, গ্রন্থের মধ্যে সেই স্থানটীই তত অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে গোলেস্তাঁর উপক্রমণিকায় কবি নিজেই লিখিয়াছেন—

برخی از عمر گرانمایه برو خرج کردیم

অর্থাৎ আমার জীবনের এক মূল্যবান অংশ এই কার্য্যে ব্যয় করিয়াছি, কিন্তু আর একস্থানে বলিয়াছেন—

فی الجمله هنوز از گلستان بقیتی مانده بود که کتاب گلستان تمام شد -

অর্থাৎ বসন্ত সমাগমে লিখিতে আরম্ভ করিয়া বসন্ত ঋতু শেষ হইবার পূর্ব্বেই গোলেস্তাঁ গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। কবির উভয় উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে এইরূপ বুঝিতে হয় যে, গোলেস্তাঁর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে রচনা করিতে তাঁহার জীবনের এক মূল্যবান অংশ ব্যয়িত হইয়াছে; কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত করিবার মত গ্রন্থাকারে সাজাইতে বেশীদিন লাগে নাই।

কবি রচিত ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপপূর্ণ কবিতা সমূহের আলোচনা করিয়া অনেকে তাঁহার ন্যায় সভ্যতা, শ্লীলতা ও সুরুচি সম্পন্ন মহাত্মার পক্ষে এরূপ কুরুচিপূর্ণ কবিতা রচনা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে করিয়াছেন। কবি নিজেই এ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—প্রথম যৌবনে জনৈক রাজপুত্রের অনুরোধে পড়িয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে এ সকল কবিতা লিখিতে হইয়াছিল।

তাঁহার কথা না শুনিলে বিপদে পড়িতে হইত; তাই অগত্যা আমি এই কুকার্য্য করিয়াছি। আল্লাহ পরম দয়ালু, আমি তাঁহার দরবারে এই পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

কবি বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া, বহু মহা পুরুষের সংসর্গ লাভ করিয়া এবং সাংসারিক বহু সুখ দুঃখের ও বিপদ সম্পদের সম্মুখীন হইয়া যেরূপ শিক্ষা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় কখনই সম্ভবপর ছিল না। সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য লেখক মিঃ মিলার লিখিয়াছেন—"মানুষ বহুদর্শিতার শিক্ষাগার হইতেই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করে। এই শিক্ষাগারে দুঃখ ও বিপদ নামক দুইজন সুবিজ্ঞ শিক্ষক অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।"

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের জুন সংখ্যার 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় একজন পাশ্চাত্য লেখক মহাকবি সা'দী ও হাফেজ সম্বন্ধে এইরূপ একটী গল্প লিখিয়াছেন—সা'দী, হাফেজের পিতৃব্য হইতেন, একদিন হাফেজ সা'দীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সা'দী কার্য্যান্তরে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। হাফেজ কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন, এই সময় সা'দী রচিত এক চরণ কবিতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, তিনি তখনই সা'দীর

পরিহাস সূচক আর এক চরণ কবিতা লিখিয়া প্রথম চরণের সহিত যোগ করিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পর সা'দী ফিরিয়া আসিয়া হাফেজের কীর্ত্তি দেখিলেন এবং তখনই হাফেজকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হাফেজ আসিলে তাঁহাব প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া অভিসম্পাৎ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন—তোমার রচিত কবিতা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে, কিন্তু তাহা হইতে পাঠকদের মনে কেলব বৈরাগ্যের উদয় ভিন্ন অন্য কোন ভাবের সঞ্চার হইবে না। বলা বাহুল্য এই গল্পটীর মূলে আদৌ কোন সত্য নাই, সা'দীর মৃত্যুর (৬৯১ হিজরী) প্রায় ২৪ বৎসর পর ৭১৫ হিজরীতে হাফেজ জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পটী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও কল্পনা-প্রসূত বলিয়া মত দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় মহা কবি সা'দীর ন্যায় মহাপুরুষও শত্রুদের হিংসা ও বিদ্বেষের হাত হইতে রক্ষা পান নাই। তিনি দুঃখের সহিত গাহিয়াছেন—

هنر بچشم عداوت بزرگتر عیبی ست
گل ست سعدی و در چشم دشمنان خار ست
تو انم آنکه نیازارم اندرون کسی
حسود را چه کنم کو ز خود برنج در ست

অর্থাৎ বিদ্বেষের চক্ষে গুণ মহাদোষ। সা'দী ফুলের ন্যায় কিন্তু শত্রুর চক্ষে কণ্টক স্বরূপ। আমি কাহারও মনে কষ্ট না দিতে পারি, কিন্তু শত্রুর কি করিব সে নিজে হইতেই কষ্ট ভোগ করে।

সা'দী প্রকৃত দেশ-হিতৈষী মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার কোমল প্রাণ দেশের দুঃখে চিরদিনই কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তিনি যেখানেই থাকুন দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার রচনা সমূহের সর্ব্বত্রেই তাহা স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জন্মভূমির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি خاک پاک شیراز অর্থাৎ শিরাজের পবিত্র মৃত্তিকা বলিয়া তাঁহার উল্লেখ করিতেন।

দেশ হিতৈষণা ও ধর্ম্মমত

সা'দী একজন স্বাধীনচেতা মুসলমান ছিলেন। কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিবার এবং "সলফে সালেহীন ও বোজর্গানে দীনে"র নামে (তাঁহাদেরই আদেশের বিরুদ্ধে) খোদার দেওয়া জ্ঞানচক্ষু বন্ধ করতঃ সাধের অন্ধ সাজিয়া খোদা রসুলের হুকুমের ন্যায় অন্য কাহারও হুকুম মানিয়া লইবার লোক তিনি ছিলেন না। শরীয়ত নির্দ্দিষ্ট আইন-কানুনের মধ্যবর্ত্তিতায় স্বাধীন ভাবে আলোচনা ও গবেষণার সাহায্যে প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ করাই ইসলামের আদেশ,

ইহাই তাঁহার অভিমত ছিল। মহাত্মা জৌজী ধর্ম্ম-মত সম্বন্ধে তাঁহাকে ঠিক নিজের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সা'দী বলিয়াছেন—

عبادت بتقلید گمراهی ست
خنک رهرویرا که آگاهی ست

অর্থাৎ কাহারও অন্ধ অনুকরণ করিয়া এবাদৎ করিলে পথ-ভ্রষ্ট হইতে হয়। বুঝিয়া সুজিয়া দেখিয়া শুনিয়া পথের অবস্থা অবগত হইয়া, যে পথ-পর্য্যটন করে সেই ধন্য। ইহা হইতেই সা'দীর ধর্ম্মমতের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে পারস্য রাজ্য তাতারের খান বংশীয়দের হস্তগত হওয়ার পর তাঁহাদের শাসনকালে

মৃত্যু ও সমাধি

৬৯১ হিজরী সনে ১২০ (মতান্তরে ১০২ ও ১১০) বৎসর বয়সে জন্মভূমি শীরাজ নগরে মহাকবি সা'দী নশ্বর জগৎ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে একজন কবি গাহিয়াছেন—

دربحر معارف شیخ سعدی * که در دریای معنی بود غواص
مه شوال روز جمعه روحش * بدان درگاه رفت از روی اخلاص
یکی پرسید سال فوت گفتم * زخاصان بود زان تاریخ شد خاص

অর্থাৎ সা'দী আধ্যাত্ম সমুদ্রের মুক্তা ও ভাব সাগরের ডুবুরী ছিলেন। শওয়াল মাসে, জুমআর দিনে তাঁহার আত্মা খোদার 'দরগাহে' চলিয়া গিয়াছে। একজন তাঁহার মৃত্যুর সন জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম, তিনি খাস (বিশেষ) লোকদের একজন ছিলেন, তাই 'খাস' (خاص) শব্দটী হইতেই তাঁহার মৃত্যুর সন বাহির হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই خاص (খাস) শব্দের অক্ষর কয়টী হইতেই 'আবজাদের' বিসাবে ৬৯১ হিজরী বাহির হয়। যথা—
খে ৬০০+আলেফ্ ১+সাদ ৯০=৬৯১

পাশ্চাত্য পরিব্রাজক মিঃ উইলিয়াম ফ্রাঙ্কলীন তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন—শিরাজ নগরের দেলকোশা নামক স্থান হইতে এক মাইল পূর্ব্বদিকে একটী পর্ব্বতের সানুদেশে কবির পবিত্র দেহ সমাহিত হইয়াছে। তাঁহার সমাধি স্থানটী বিশেষ জাঁকজমকপূর্ণ। সেখানে একটী বিরাট অট্টালিকা চতুর্ভুজাকারে নির্ম্মিত হইয়াছে, সমাধিটী প্রস্তর মণ্ডিত, দৈর্ঘ্যে ৬ঃফিট, প্রস্থে ২॥০ ফিট। চতুপার্শ্বে কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কতকগুলি কবিতা লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে জগতের নশ্বরতা সম্বন্ধে কবি রচিত কয়েকটি কবিতা বিশেষ ভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কবির সমাধি দেখিতে বহু দূর হইতে যাত্রী

সমাগম হইয়া থাকে। দেখিলাম সমাধি চত্বরে একখানি কুল্লীয়াৎ সা'দী রক্ষিত হইয়াছে, এক্ষণে সমাধি ও তৎসংলগ্ন অট্টালিকা জীর্ণাবস্থায় উপনীত ও তাহার পূর্ব্ব সৌষ্ঠব সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে। অচিরে সংস্কার করা না হইলে ভগ্নস্তূপে পরিণত ও মহাকবির চির বিশ্রামাগারটি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

সার অসলী লিখিয়াছেন—"ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্ব কালে একটী বিশেষ রাজনৈতিক ব্যাপারে তেহরান্ যাত্রার সময় কিছুদিন আমি শীরাজ নগরে আটক পড়িয়াছিলাম, সেই সময় একদিন মহাকবির সমাধিক্ষেত্রে যাইয়া দেখিলাম সমাধি মন্দির ও তৎসংলগ্ন অট্টালিকা সম্পূর্ণ জীর্ণ-দশাগ্রস্থ হইয়াছে। কোথাও ইট খসিয়াছে, কোথাও ফাট ধরিয়াছে, আবার কোথাও কোন গৃহ-চুড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই অবস্থা দেখিয়া আমি মিঃ ফ্রাঙ্কলীনের উক্তির সত্যতা বুঝিতে পারিলাম। স্বচক্ষে তাঁহার সমাধি মন্দিরের দুর্দ্দশা দেখিয়া হৃদয়ে মর্ম্মন্তুদ বেদনা পাইলাম এবং যে কোন প্রকারে তাহার জীর্ণ সংস্কারে কৃত-সঙ্কল্প হইলাম্। তৎসাময়িক ঈরানাধিপতির পঞ্চম পুত্র পারস্যের শাসনকর্ত্তা (Governor) হোসেন আলী মির্জ্জা আমার সঙ্কল্পের কথা জানিতে পারিয়া স্বয়ং এই কার্য্য সমাধা

করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহুদিন পরে আমি সংবাদ পাইয়াছি, পারস্য রাজকুমার আদৌ তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই। মহাকবির সমাধি মন্দির ভূমিসাৎ ও তৎসংলগ্ন এমারৎ সম্পূর্ণরূপে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে।" হায়, ইহা অপেক্ষা মোসলেম-জগতের জাতীয় অধঃপতনে চরম ও পরম নিদর্শন আর কি হইতে পারে?